



## 158543 - দুই ঈদরে তাকবীরে শব্দাবলী

### প্রশ্ন

ঈদুল আযহার নামাযে মানুষ এভাবে তাকবীর দিয়ে থাকে: “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া ললিল্লাহলি হামদ। আল্লাহু আকবার কাবরি, ওয়া ল হামদুললিল্লাহি কাছরি। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসলি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। সাদাকা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া আ’আয্যা জুনদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া লা না’বুদু ইল্লা ইয়্যাহ মুখলসিনি লাহুদ দ্বীন; ওয়া লাউ কারহিল কাফরিন।” লোকেরা ঈদরে নামায আদায়কালে, মসজিদে জামাতে নামায আদায়ের পর এ তাকবীরটি বারবার উচ্চারণ করে থাকে; এ শব্দাবলী কিসহি? যদি ভুল হয়; তাহলে শুদ্ধ ভাষ্য কোনটি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিল্লাহ।

“আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া ললিল্লাহলি হামদ”— এ শব্দাবলী ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে সাব্যস্ত হয়েছে— প্রথমংশে ‘আল্লাহু আকবার’ তনিবার বলা হোক কিংবা দুইবার বলা হোক। [দখুন: ইবনে আবিশায়বা এর ‘আল-মুসান্নাফ’ (২/১৬৫-১৬৮), ইরওয়াউল গালিলি (৩/১২৫)]

পক্ষান্তরে, “আল্লাহু আকবার কাবরি, ওয়া ল হামদু ললিল্লাহি কাছরি, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসলি...” এর প্রসঙ্গে:

ইমাম শাফয়ী (রহঃ) বলেন: কটে যদি একটু বাড়িয়ে বলেন: ‘আল্লাহু আকবার কাবরি, ওয়া ল হামদুললিল্লাহি কাছরি। ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসলি। আল্লাহু আকবার। ওয়া লা না’বুদু ইল্লাল্লাহ মুখলসিনি লাহুদ দ্বীন; ওয়া লাউ কারহিল কাফরিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ। সাদাকা ওয়া’দাহ, ওয়া নাছারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার’— তবে সটো ভাল। [সমাপ্ত; আল-উম্ম (১/২৪১)]

আবু ইসহাক আল-সরিজিতাঁর ‘আল-মুহায্বাব’ নামক গ্রন্থে (১/১২১) বলেন: “কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর এ কথাগুলো বলছিলেন।” [সমাপ্ত]



তাই এ বিষয়টিতে প্রশস্ততা আছে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাকবীর পড়ার কথা বর্ণিত আছে। তবে, তাকবীরের শব্দাবলী তিনি সুনর্দিষ্ট করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের হৃদয়ে দান করার দরুন ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ বড়) বলে তাকবীর দাও”। [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] তাই যেকোন শব্দে তাকবীর দাও হোক না কেনে এতাই সূন্বাহ পালন হবে।

সানআনী (রহঃ) বলেন: আস-শারহ গ্রন্থে বেশে কিছু ইমাম থেকে তাকবীরের অনেকে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বিষয়টি প্রশস্ত এবং আয়াতের ব্যাপকতার দাবীও এটাই।” [সমাপ্ত]

[সুবুলুস সালাম (২/৭২)]

ইবনে হাবীব (রহঃ) বলেন: “আমার কাছে প্রিয় তাকবীর হচ্ছে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ আলা মা হাদানা। আল্লাহুম্মাজাল-না লাকা মনিশ শাকরীন”। আসবাগ (রহঃ) আরকেটু বাড়িয়ে বলতেন: “আল্লাহু আকবার কাবরি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছরি, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুরাতান ওয়া আসলি, ওয়াল্লা হাওলা ওয়াল্লা কুয়্যাতা ইল্লা বলিলাহ। তিনি আরও বলেন: “আপনি যদি আরও কিছু বাড়ান কিংবা কমান অথবা অন্য কিছু বলেন এতে কোন সমস্যা নেই।” [ইকদুল জাওয়াহরে আস-ছামনি (৩/২৪২) থেকে সমাপ্ত]

সাহনুন (রহঃ) বলেন: আমি ইবনুল কাসমিক (রহঃ) জিজ্ঞাসে করলাম, মালকে (রহঃ) কি আপনাদেরকে তাকবীরের কোন পদ্ধতি বলছেন? তিনি বলেন: না। তিনি আরও বলেন: মালকে (রহঃ) এ বিষয়গুলো ঐভাবে সুনর্দিষ্ট করতেন না।” [সমাপ্ত; আল-মুদাওয়ানা (১/২৪৫)]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন: “এ বিষয়টি প্রশস্ত।” ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন: “আমাদের আলমেগণ যেকোন ভাষ্যে তাকবীর বলার মত গ্রহণ করছেন। কুরআনের বাহ্যিক ভাবও এটাই। আমিও এই অভিমতের প্রতি অনুরক্ত। [আল-জামে লি আহকামলি কুরআন (২/৩০৭)]

অন্যান্য সলফে সালহীন থেকে সাব্যস্ত ঈদরে তাকবীরের ভাষাগুলো হচ্ছে-

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ, আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল। আল্লাহু আকবার আলা মা হাদানা” [সুনানে বায়হাকী (৩/৩১৫) তে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস; আলবানী হাদিসটিকে ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (৩/১২৬) সহিহি বলছেন]

ইবনে হাজার (রাঃ) বলেন: তাকবীরের ব্যাপারে সর্বাধিক সহিহি যে বর্ণনাটি এসেছে সটে সালমান (রাঃ) থেকে সহিহি সনদে আব্দুর রাজ্জাক সংকলন করছেন। তিনি বলেন: তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবরি।



[ফাতহুল বারী (২/৪৬২)]

এ বিষয়ে সাহাবীদের থেকে যে বাণীগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দিয়ে আমল করা শ্রয়ে।

আল্লাহই ভাল জানেন।

আরও জানতে দেখুন: [36442](#) প্রশ্নোত্তর।